সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দশমিনায় প্রা. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক

প্রতিনিধি, দশমিনা (পটুয়াখালী)

সারাদেশের ন্যায় পটুয়াখালীর দশমিনায় ৭২টি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের অব্যবহিত আগে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে। নব্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাগুজপত্র ঠিক করার নামে উপজেলা শিক্ষা অফিসে দালালদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাগম/বিদ্যা-১৮/৯৮-৭/৯৮/(অংশ-২)-৬৬৭ প্রজ্ঞাপনানুসারে প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্য কোন বিদ্যালয়ের দুই কিলোমিটার দূরত্বে প্রতিষ্ঠা হবার নিয়ম থাকায় ৩৫১ দশমিক ৮৭ বর্গ কিলোমিটারের দশমিনা উপজেলায় ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাপ্যতা রয়েছে। অপরদিকে একই প্রজ্ঞাপনে কমপক্ষে ২ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিষয়টি বিবেচনায় থাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক আদমশুমারি ও গৃহ গণনা-২০১১ তথ্য মতে উপজেলায় ১ লাখ ২৩ হাজার ৩৮৮ স্থায়ী ও ৪ হাজার ৭৪০ অস্থায়ী জনগোষ্ঠীর বিপরীতে ৬১ থেকে ৬৪টি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, উপজেলায় ৩৯টি চালু ও ৪টি চালুর অপেক্ষায় থাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ৭২টি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় অনাধু উপায়ে জাতীয়করণ করা হয়েছে।

এদিকে উপজেলার এক-তৃতীংশ চরাঞ্চলসহ কতিপয় ইউনিয়নে প্রাপ্যতা থাকলেও ব্যক্তিগত অর্থায়নে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা থাকলেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে গমন এখনো অনিশ্চিত রয়েছে। সরেজমিনে উপজেলা সদর থেকে দুর্গম এলাকায় অবস্থিত উত্তর পশ্চিম রণগোপালদী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমা বেগম জানায়, তার বিদ্যালয়টি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করে ২০১২ সালের ৩ জুন প্রাথমিক অনুমতি লাভ করে। এ বিদ্যালয় থেকে অন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'কিলোমিটারের মধ্যে না থাকলেও সদ্য জাতীয়করণের হিড়িক দেখে উপজেলায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. গোলাম মোস্তফা ওরফে দালাল মোস্তফার উদ্যোগে ৫'শ গজের মধ্যে উত্তর রণগোপালদী আদর্শ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে রাতারাতি অপরেকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ১১টি রেজি. প্রাথমিক ও ৮টি বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারের নিয়োগে নিজ সন্তানসহ সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি পাইয়ে দেয়ার নামে কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া ওই প্রভাবশালী দালাল মন্ত্রণালয়সহ জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিসের খুঁটিনাটি বিষয় নখদর্পণে বলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের হুমকি-ধামকি দিয়ে থাকেন বলেও দক্ষিণ চরশাহজালাল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমীন জানান। স্থায়ী ১৪৫ কৃষক পরিবারসহ অস্থায়ী জেলে পরিবার নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বসতির বিচ্ছিন্ন এই চরে সরকার ১'শ মিয়ার নামকত জমিতে প্রায় ৮ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টির পাশে কয়েক মাস আগে আরেকটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে দালাল মোস্তফা কোটি টাকার মাছ শিকারের ধান্ধা করছেন। এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আতাউর রহমান বলেন, দশমিনায় এ মাসের ২১ তারিখে সরেজমিনে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করেছি। পরিদর্শনে লক্ষণীয় সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কাজ চলছে।